সংবাদ

তারিখ ... ৪ NOV 2012 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৫...

পদোন্নতি পেলেন ১৯৫ সহকারী শিক্ষক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি হাই স্কুলের ১৭৮ জন সহকারী শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। একই সঙ্গে ১৭ জন সহকারী শিক্ষককে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মোট পদোন্নতি পেয়েছেন ১৯৫ জন সহকারী শিক্ষক। পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদায়নের অপেক্ষায় আছেন। গত ৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি তাদের পদোন্নতির তালিকা অনুমোদন করেছেন। পরের দিনই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

পদোন্নতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক :

পদোন্নতি : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়। এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) শিক্ষকদের পদোন্নতির তালিকা অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পরই রাষ্ট্রপতি এ প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানায়, সারাদেশে মোট সরকারি হাই স্কুল আছে ৩১৭টি। এসব প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ আছে ৪৪৬টি। এরমধ্যে কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষক আছে ১৫৯ জন। আর শূন্য পদ আছে ২৮৭টি। এতে করে, নতুন ১৭৮ জন সহকারী প্রধান শিক্ষককে পদায়ন করা হলেও ১০৯টি পদ শূন্য থাকবে।

অন্যদিকে, ৬৪টি সহকারী জেলা কর্মকর্তার পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ২৭ জন। বাকি ৩৭টি পদ শূন্য আছে। তাই পদোন্নতি পাওয়া ১৭ জনকে পদায়ন করা হলেও ২০টি পদ শূন্য থাকবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান-উর-রশীদ গতকাল সংবাদকে বলেন, সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য পিএসসির অনুমোদন লাগে। তাই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কিছুটা সময় লেগেছে। তিনি শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এ পদোন্নতির ফলে শিক্ষকরা পাঠদানে অধিকতর মনোযোগী হবে এবং তাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধাও বাড়বে।

জানা গেছে, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার শূন্য পদের তালিকা গতকাল মাউশি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তবে সহসায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষককে পদায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনেকেই পছন্দনীয় ও সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে পদায়ন পাওয়ার চেষ্টা ও তদবির শুরু করেছেন। অনেকে সরকার সমর্থক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। কেউ কেউ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দফতরেও তদবির করছেন।